**হাইকোর্ট বিভাগ**

**(ফৌজদারী রিভিশন এখতিয়ার)**

**২০১৮ সালের ফৌজদারি রিভিশন নং ২৩০৪**

**আব্দুল হাই ও আরেকজন**
বনাম

জনাব এস এম মাহবুবুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট
.....সাজাপ্রাপ্ত-আবেদনকারী পক্ষে

জনাব এসকে. মোঃ মোর্শেদ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সহ
মিসেস জেসমিন সুলতানা শামসাদ, ডিএজি
মিসেস ইয়াসমিন বেগম বীথি, ডিএজি
জনাব অপূর্ব বিশ্বাস ও
জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, এএজি

**রাষ্ট্র এবং আরেকজন**
.....অপসিট পার্টি নং ১

**শুনানীর তারিখঃ**

২৬.০১.২০২১, ০২.০২.২০২১, ০৯.০২.২০২১, ২৩.০২.২০২১ এবং ০১.০৩.২০২১

## রায়

**বিচারপতি জাফর আহমেদ,**

১. কোতোয়ালি জিআর নং ১১৪৬ থেকে উদ্ভূত কোতোয়ালি থানার ০২.১১.২০০৫ খ্রি. তারিখের ১২ নং মামলায় দন্ডবিধির ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭২, ৪২০ ৩৪০ ধারায় আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে ৪৬৬ ধারার অধীনে অপরাধের ০৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ০৩ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৮ ধারার অধীনে অপরাধের ০৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ০৩ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের ০১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪৭১ ধারার অধীনে অপরাধের ০১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট কর্তৃক প্রদত্ত ০২.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখের রায় ও আদেশ বহাল রেখে এবং ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপীল নং ৪১ খারিজ করে বিচারক, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ দায়রা জজ, সিলেট কর্তৃক প্রদত্ত ০৯.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে এই রিভিশন আবেদন দাখিল করা হয়।

২. কারাদণ্ডের সাজা একইসঙ্গে নাকি ধারাবাহিকভাবে চলবে তা অধস্তন আপিল আদালত উল্লেখ করেনি। বিচারিক আদালত সকল সাজা একই সঙ্গে কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

৩. সাজাপ্রাপ্ত-আবেদনকারী নং-১ আবদুল হাই, সাজাপ্রাপ্ত-আবেদনকারী নং-২ রাগীব আলীর ছেলে। সহকারী ভূমি কমিশনার, সদর থানা, সিলেট এসএম আব্দুল কাদের (পিডব্লিউ ৯) এই মামলার এজহারকারী।

৪. এই এফআইআর দায়েরের আগে, এজহারকারী এই রিভিশনের আবেদনকারীগণসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানার মামালা নং ১১৭ তারিখ ২৭.০৯.২০০৫ (জিআর নং ৯৭৪/২০০৫) মামলা দায়ের করেছিলেন যেখানে খালাস পাওয়া পঙ্কজ কুমার গুপ্ত নামে একজন বাদে বাকি অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দণ্ডবিধির ৪৬৭, ৪৬৮, ৪২০ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমানে অধস্তন আদালতে আপিল চলমান আছে।

৫. এর আগে, ২০০৫ সালের রিট পিটিশন নং ৯০০৮-এ হাইকোর্ট বিভাগ কোতয়ালি থানার মামলা নং ১১৭ তারিখ ২৭.০৯.২০০৫ এবং মামলা নং ১২ তারিখ ০২.১১.২০০৫ (অত্র মামলা) এর কার্যক্রম বাতিল করে। রিট পিটিশনে গৃহীত রায়টিকে আপিল বিভাগ ২০০৯ সালের সিভিল আপিল নং ১৬৩ এর ১৯.০১.২০১৬ তারিখের

আদেশে স্থগিত করে। সর্বোচ্চ আদলাতের এই রায়টি 24 BLT (AD) (*বাংলাদেশ বনাম আব্দুল হাই এবং অন্যান্য*)- এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

৬.এফআইআর অনুসারে সংক্ষেপে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা এই যে, বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত ০২.০৭.১৯১৫ তারিখে সিলেট জেলার সদর থানায় অবস্থিত তারাপুর টি এস্টেট সহ তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেবতা শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ জিউ-এর অনুকূলে একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে উপহার দিয়েছিলেন। সেই থেকে চা বাগানটি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

৭. এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে যে ০৭.০৮.১৯৮৮ তারিখে একটি সাধারণ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং ১১৫৮৬-এর মাধ্যমে চা বাগান পরিচালনার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আবেদনকারী নং-১ আব্দুল হাই-কে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে, ১২.১১.১৯৮৮ তারিখে আরেকটি বিশেষ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং ১৪১৪১, চা-বাগানের শেবাইত পঙ্কজ কুমার গুপ্তের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়ে তার ভিত্তিতে রাবেয়া এবং অন্যান্যরা আবেদনকারী নং ১ এর কাছে চা বাগান বিক্রির জন্য একটি নিবন্ধিত বায়নানামা দলিল নং ১২১৪০/১৯৮৮ সম্পাদন করেন। চা বাগানের শেবাইত চা বাগান স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়, স্মারকপত্র নং. ভূ:মা:/শা-৮/খাজোব/৫৩/৮৯/৪৪৬ তারিখ ১২.১০.১৯৮৯ -মূলে মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিবের কথিত স্বাক্ষরে শর্ত সাপেক্ষে চা বাগান হস্তান্তর করার জন্য শেবাইতকে অনুমতি দেয়। উল্লিখিত অনুমতি পত্র অনুসারে, শেবাইতের পক্ষে দেওয়ান মোস্তাক মজিদ চা-বাগানের মূল্য ১২,৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করে ১২.০২.১৯৯০ তারিখে ২৩৯৫ নং ইজারা দলিলমূলে ১ নং আবেদনকারী বরাবরে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করেন, যদিও চা-বাগানের বাজারমূল্য ৮০০ কোটি টাকার কম ছিল না। পরবর্তীকালে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা স্মারকপত্র নং- ভূ:মা/শা-৮/খাজোব/৩১৯/৯১/৭৫৭ তারিখ ১২.০৯.২০০৫ -এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যে, পূর্বের ১২.১০.১৯৮৯ তারিখের অনুমতিপত্রটি সহকারী সচিবের স্বাক্ষর জাল করে তৈরি করা হয়েছিল। উক্ত জালিয়াতির জন্য কোতোয়ালি থানার মামলা নং ১১৭ তারিখ ২৭.০৯.২০০৫ অত্র আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল।

৮.এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে যে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি ২৯.১২.২০০৪ তারিখে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভূমি দখলকারী রাগীব আলী (আবেদনকারী নং ২) এর হাত থেকে চা বাগান রক্ষা করার জন্য একটি আবেদন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার চা বাগানের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেন এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন।

৯.অতঃপর, ২০.০৮.২০০৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেটের কার্যালয় এবং মামলার এজহারকারী ভু:মা:/শা-৮/খাজোব/৩৯৯/৯১/১৭০ তারিখ ১৪.০৮.২০০৫ -মূলে একটি চিঠি পায় (প্রদর্শনী-৪), যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (পিডব্লিউ-১১) এর কথিত স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ২৯.১২.২০০৪ তারিখের আবেদনটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন এবং তদন্ত প্রতিবেদনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জেলা প্রশাসককে তারাপুর টি এস্টেটের সম্পত্তি নামজারী করতে বলা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের অনুলিপি ওই মেমোর সঙ্গে সংযুক্ত করা ছিল।

১০. এফআইআর-এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি হল, ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রে (প্রদর্শনী-৪) থাকা সিনিয়র সহকারী সচিবের কথিত স্বাক্ষরটি সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অন্যান্য চিঠিতে থাকা উল্লিখিত সিনিয়র সহকারী সচিবের স্বাক্ষরের সাথে তুলনা করা হয় ও স্বাক্ষরগুলির মধ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। উল্লিখিত স্মারকপত্রের (প্রদর্শনী-৪) সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য, জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়কে ২৪.০৮.২০০৫ তারিখে একটি চিঠি লেখেন। মন্ত্রণালয়, ৩১.১০.২০০৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে (প্রদর্শনী-৭) নিশ্চিত করে যে, ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) জাল ছিল। তদনুসারে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়।

১১. পিবিআই-এর একজন পুলিশ পরিদর্শক (পিডব্লিউ-৬) মামলাটির তদন্ত করেন এবং সাজাপ্রাপ্ত-আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭১, ৪২০ সহ ৩৪ ধারার অধীনে ১০.০৭.২০১৬ তারিখের ১৩২ নং চার্জশিট দাখিল করেন।

১২. চার্জশিট দাখিলের পর মামলাটি বিচারের জন্য নেওয়া হয়। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭১, ৪২০ সহ ৩৪ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয় যা তারা পলাতক থাকায় তাদের পড়ে শোনানো যায়নি। পরবর্তীকালে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। রাষ্ট্রপক্ষ ১১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে।

আসামীপক্ষ তাদের ব্যাপকভাবে জেরা করে। আবেদনকারীদের ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষেপে, 'Cr.PC') ৩৪২ ধারার অধীনে পরীক্ষা করা হয়, যেখানে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজ সাক্ষীদের পরীক্ষা করতে চায়। সে অনুযায়ী আসামিপক্ষ ২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি প্রমাণ করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যের পাশাপাশি দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। আসামীপক্ষ কোনো দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।

১৩. বিচারিক আদালতের রায় অনুসারে, তারাপুর টি এস্টেটের অপব্যবহার করার জন্য আবেদনকারীরা যথাক্রমে ১২.১০.১৯৮৯ এবং ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের (প্রদর্শনী-৪) দুটি সরকারী স্মারকপত্র জাল করে। বিচারিক আাদালত আরও বলেছে যে, আবেদনকারীরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে সেই স্মারকপত্রগুলি জাল করে এবং অবৈধ লাভের আশায় জালিয়াতি করে সেগুলিকে আসল হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেকারণে তারা দণ্ডবিধির ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭১, ৪২০ এবং ৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করে এবং সেই অনুযায়ী বিচারিক আদালত তাদের উপরে উল্লিখিত মতে সাজা দেয়।

১৪. এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা সিলেটের দায়রা জজ আদালতে আপিল করে। মামলাটি বদলির পর সিলেটের বিশেষ জজ ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারি অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক এর শুনানি করেন। ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত সাজা বহাল রেখে আপিল খারিজ করেন। অধস্তন আপীল আদালত যদিও তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারিক আদালতের দেওয়া রায়ের প্রদত্ত ফলাফল এবং যুক্তিগুলিতে হস্তক্ষেপ করেনি। এরপর, আবেদনকারীরা আপিল খারিজ করার রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অত্র আদালতে আসেন এবং এই রিভিশনের মাধ্যমে রুল প্রাপ্ত হন।

১৫. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, শুরুতেই বলেন যে, ১২.১০.১৯৮৯ তারিখের স্মারকপত্রটি পূর্ববর্তী কোতোয়ালি থানার মামলা নং ১১৭ তারিখ ২৭.০৯.২০০৫ এর বিষয়বস্তু ছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, অত্র মামলায়, উল্লিখিত স্মারকপত্রটি চার্জের বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে রাষ্ট্রপক্ষ কোনো সাক্ষ্য দাখিল করে প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা করেনি যে উক্ত স্মারকপত্রটি জাল ছিল। তবুও উভয় অধস্তন আদালত আবেদনকারীরা ১২.১০.১৯৮৯ তারিখের উল্লিখিত স্মারকপত্রটি জাল করে এবং আসল হিসাবে ব্যবহার করে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিষয়ে বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, নির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি হল, আবেদনকারীরা ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) জাল করেছেন এবং এটিকে আসল হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং তাই, উভয় অধস্তন আদালতেরই উচিত ছিল শুধুমাত্র ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা। তিনি আরও বলেন যে, ১২.১০.১৯৮৯ তারিখের স্মারকপত্রটির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল আবেদনকারীদের জালিয়াতির একটি দৃশ্যপট তৈরি করার জন্য, যার ফলশ্রুতিতে তারা ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রটি জালিয়াতি করে এবং আসল হিসাবে ব্যবহার করে। নথিপত্রে প্রমাণ এবং উপাদানগুলি খতিয়ে দেখলে মনে হয় যে, ১২.১০.১৯৮৯ তারিখের স্মারকপত্র জালিয়াতির বিষয়ে একটি পৃথক মামলা করা হয়েছিল। যেহেতু উল্লিখিত স্মারকপত্র জালিয়াতি একটি স্বতন্ত্র অপরাধ, তাই আমি বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য মনে করি। তদনুসারে, এই রিভিশনের নির্ধারণের বিষয় শুধুমাত্র আবেদনকারীদের দ্বারা ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) জালিয়াতি এবং তাদের দ্বারা এটিকে প্রকৃত হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়ে অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা আইনানুযায়ী রক্ষনীয় কিনা।

১৬. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট পরবর্তীতে বলেন যে, অত্র মামলার চার্জটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অপরদিকে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, Cr.PC এর ধারা ২২৫ এবং ৫৩৭ উল্লেখ করে বলেন যে, যেহেতু চার্জের ত্রুটির ফলে আসামীরা বিভ্রান্ত হয়নি, তাই এটি ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কোন কারণ হয়নি। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এই যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা কঠিন বলে মনে করেন।

১৭. ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) জাল ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিতে হবে। পিডব্লিউ-৯ (তৎকালীন সহকারী ভূমি কমিশনার, সিলেট সদর ও মামলার এজহারকারী) জবানবন্দি দেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ স্মারকপত্রটি হাতে পাওয়ার পর সিলেটের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠান। মন্ত্রণালয়, ৩১.১০.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রে (প্রদর্শনী-৭) নিশ্চিত করে যে, ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের মেমোটি জাল ছিল।

১৮. রেডি রেফারেন্সের জন্য ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রটি (প্রদর্শনী-৪) নীচে দেয়া হলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রনালয়

শাখা নং-৮

নং-ভূম/শা-৮/খাজব/৩৯৯/৯১/১৭০

প্রেরকঃ শাহ মো: ইমাদাদুল হক/সিনিয়র সহকারী সচিব/ ভূমি মন্ত্রনালয়।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক. সিলেট।

বিষয় :- তারাপুর চা বাগানের উপর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট এর তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রসংগে।

সুত্রঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সিলেট। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর উপজেলা, সিলেট, সমন্বয়ে গঠিত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট হইতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল।

উপরোক্ত বিষয়ে সুত্রোল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় অভিযোগকারী জনাব লাবলু মিয়া, হিরণ মিয়াম, বশির আহমদ এবং হাশিম মিয়া গত ২৯/১২/২০০৪ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বরাবর যে আবেদন করিয়াছেন তাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে। সিলেট জেলার সদর থানাধীন তারাপুর চা বাগানটির ইতিপূর্বে যে সকল মতামত, তদন্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সংজ্ঞে বিভাগীয় কমিশানর কার্যালয় হইতে যে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করিয়া মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে অসংগতি ও অসামাঞ্জস্য।

উক্ত তারাপুর চা বাগানটির নামজারীরর বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মতামতের সত্যায়িত ফটোকপি এতদসংগে প্রেরণ করা হইল। উল্লেখিত চা বাগানটি নামজারীর ব্যাপারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মতামতের আলোকে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম গ্রহন করিবার জন্য অনুমতিক্রমের অনুরোধ করা হইল।

তারিখ: ৩০-০৪-১৪১২ সাং
১৪-০৮-২০০৫ ইং

স্বাক্ষর
(শাহ মো: ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
তারিখ: ৩১/১০/২০০৫ ইং।

১৯. ১৯.৩১.১০.২০০৫ তারিখের মেমো (প্রদর্শনী-৭) নীচে নীচে দেয়া হলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রনালয়

শাখা নং-৮

**নং-** ৮/খাজব/৩১৯/৯১/৯১৯ **তারিখ: ৩১/১০/২০০৫ ইং**

**-প্ররক ঃ** **শাহ মো ঃ ইমদাদুল হক**
**সিনিয়র সহকারী সচিব**

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক, সিলেট।

বিষয় : **তারাপুর চা বাগানের উপর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট এর তদন্ত প্রতিবেদন এবং ভূমি মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব শাহ্ ইমদাদুল হকের স্বাক্ষরটির সাথে জেলা প্রশাসনে প্রাপ্ত অন্যান্য পত্রের স্বাক্ষরের সহিত অসামঞ্জস্য পরিলিক্ষিত হওয়া প্রসংগে।**

সুত্র : তাহার স্মারক নং এস,এ/বন্দো/৫-৫/৯৯-০৫/২০৩৯, তারিখ ঃ ২৪০৮/২০০৫ ইং। উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের বরাতে আদেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, ভূমি মন্ত্রনালয়ের ৮ নং শাখা হইতে ১৪/৮/২০০৫ ইং তারিখে কোন পত্রই ইস্যু/জারী করা হয় নাই এবং ১৭০ নং স্মারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-২) কে ঢাকা জেলায় ৭.০০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাচাইয়ের জন্য প্রেরীত ভূমি মন্ত্রনালয়ের ১৪/৮/২০০৫ ইং তারিখের ১৭০ নং স্মারকের কথিত পত্রটি জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজন করা হইয়াছে। তারাপুর চা বাগানের জমি জবর দখলের মাধ্যমে আত্মসাৎ, মেডিকেল কলেজ ও মার্কেট নির্মাণ এবং হাউজিং প্লট বিক্রয়ের সাথে মিঃ আব্দুল হাই ও জনাব রাগীব আলী গং সরাসরি জড়িত। উক্ত ভুয়া পত্রটি স্বাথ-সংশ্লিষ্ট ও সংঘবদ্ধ দলেরই কাজ মর্মে প্রতীয়মান হইতেছে। ফলে উক্ত পত্র সৃজনের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারী সম্পত্তি আত্মসাতের নিমিত্ত জাল- জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া পত্র/সরকারী আদেশ সৃজনের দায়ে পৃথক ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। পরবর্তী অগ্রগতি মন্ত্রনালয়কে অবহিত করণের জন্যও অনুরোধ করা হইল।

**বিষয়টি জরুরী।**

সংযুক্ত - ০২ ফর্ম।

স্বাক্ষর

(শাহ মো: ইমদাদুল হক)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

তারিখ: ৩১/১০/২০০৫ ইং

২০. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ তর্কিত স্বাক্ষরের বিষয়ে হস্তলিপি বিশারদের মতামত গ্রহণ করেনি বা বিচারিক আদালত সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৭৩ ধারায় আশ্রয় নেয়নি, যেখানে আদালত কর্তৃক তর্কিত স্বাক্ষরের সাথে স্বীকৃত স্বাক্ষরের তুলনা করার বিধান আছে। বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য পেশ করেন যে, এই পরিস্থিতিতে এটা বলা যাবে না, যে প্রদর্শনী-৪ এ থাকা তর্কিত স্বাক্ষরটি জাল মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২১. পিডব্লিউ-১১ শাহ ইমদাদুল হক, যার কথিত স্বাক্ষরে প্রশ্নবিদ্ধ স্মারকপত্রটি (প্রদর্শনী-৪) জারি করা হয়েছে মর্মে দেখানো হয়েছে, তিনি স্পষ্টভাবে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি উক্ত স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেননি এবং স্মারকপত্রটি তার নাম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল এবং তার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-১১-এর কথিত স্বাক্ষরে জারি করা ৩১.১০.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রটি (প্রদর্শনী-৭) এই ধারনার ভিত্তি দেয় যে, প্রদর্শনী-৪-এ থাকা স্বাক্ষরটি জাল ছিল। প্রদর্শনী-৭ আসামীপক্ষ চ্যালেঞ্জ করেনি। এ প্রসঙ্গে বিচারিক আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, "...রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী পি. ডব্লিউ-১, পি. ডব্লিউ-৯ ও পি. ডব্লিউ-১১ নির্দিষ্টভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে যে জাল জালিয়তির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ঐ স্মারকপত্র বিষয়ে অর্থ্যাৎ ১৪/০৮/২০০৫ তারিখের কথিত স্মারকপত্র বিষয়ে এই ০৩ (তিন) জন সাক্ষীকে আসামীপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে কোন জেরা করেন নাই দু একটি সাজেশন দেয়া ছাড়া। যদিও ঐ সাজেশনগুলো এই সাক্ষীরা অস্বীকার করেছেন"।

২২. নথিভুক্ত প্রমাণ ও উপকরণ এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তর্কিত স্বাক্ষর পরীক্ষা করা বা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত স্বাক্ষরের সাথে তা তুলনা করা মোটেই প্রয়োজনীয় ছিল না।

২৩. এই বিষয়ে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি মতামত ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের স্মারকপত্রের (প্রদর্শনী-৪) সাথে সংযুক্ত ছিল, যেখানে চা বাগানটি ১নং আবেদনকারীর নামে নামজারীর পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছিল। বিচারিক আদালত বলেছে যে, উক্ত মতামতও জাল। যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রপক্ষ কখনই এই অভিযোগ করেনি যে, মতামতটিও জাল ছিল। রাষ্ট্রপক্ষ সেই মর্মে কোন প্রমাণও দাখিল করেনি। তাই বিচারিক আদালতের এই সিদ্ধান্ত টিকছে না।

২৪. দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় 'জালিয়াতি'-র সংজ্ঞা দেয়া আছে। ৪৬৩ ধারা অনুসারেঃ

> **463. Forgery—**Whoever makes any false document or part of a document, with intent to cause damage or injury, to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intend to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery.

২৫. দণ্ডবিধির ৪৬৪ ধারায় 'ভুয়া দলিল তৈরি' সংক্রান্ত বিধানে বর্ণিত আছে। ৪৬৪ ধারায় বিধান নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ

> **464. Making a false document—** A person is said to make a false document—
>
> Firstly.-Who dishonesty or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document, or makes any mark denoting the execution of a document, with the intention of causing it to be believed that such document or part of a document was made, signed, sealed or executed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at a time at which he knows that it was not made, signed, sealed or executed; or
>
> Secondly.-Who, without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation or otherwise, alters a document in any material part thereof, after it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration; or
>
> Thirdly.-Who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or alter a document, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or the nature of the alteration.

২৬. পিডব্লিউ-১১-এর সাক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তর্কিত স্মারকপত্রটি (প্রদর্শনী-৪) একটি ভুয়া দলিল, যা ৪৬৪ ধারার ১ম অংশ প্রদত্ত ভুয়া দলিল তৈরির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। নিঃসন্দেহে, একটি ভুয়া দলিল ব্যবহার করে আবেদনকারীদের নামে মিউটেশন করে চা বাগান দখলের চেষ্টা করা হয়েছিল যা ৪৬৩ ধারার অধীন জালিয়াতি।

২৭. উভয় অধস্তন আদালতই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আবেদনকারীরা জাল সরকারী স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরি করেছে এবং সেই অনুযায়ী, দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধস্তন আপিল আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, "আসামী আপীলকারীরা তাদের বিরুদ্ধে আনার অভিযোগ এবং মামলার কার্যক্রম নিস্ফল করার সকল অপচেষ্টা ক্রমাগতভাব করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কার্যকলাপ দ্বারা এবং আসামীদের সুবিধা ভোগের বিবরণ দ্বারা এবং চার্জশীট দাখিলে পর পলাতক হওয়ার

দ্বারা ইহা সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, জালজালিয়াতিপূর্ণ কাগজপত্র এবং উহা দ্বারা প্রতারণা করার ক্ষেত্রে আসামী-আপীলকারীরা অতি দক্ষতা ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন। উক্ত কার্যকলাপ আসামী-আপীলকারীদের অংশগ্রহণ ছিল অতি সুষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট।" এই বিষয়ে, বিচারিক আদালত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ০৬.০৪.২০০৫ তারিখের একটি তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২০০৯ সালের ১৬৩ নং দেওয়ানী আপিলের রায়ের উপর নির্ভর করে (২৪ বিএলটি (এডি ৩৪০)। PW-৭ তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষীদের মধ্যে কেউই উক্ত প্রতিবেদনটি সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করেননি বা প্রতিবেদনের প্রস্তুতকারীকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়নি। তাই, তদন্ত প্রতিবেদন কোনো সাক্ষ্য নয়। আপীল বিভাগের রায় অনুসারে, বিচারিক আদালতকে অবশ্যই রেকর্ডে থাকা আইনী প্রমাণের ভিত্তিতে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে হবে। প্রতিবেদিত রায়ের বিষয়টি ভিন্ন হওয়ায় এটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে *অর্থাৎ* আবেদনকারীরা জাল স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরি করেছে কিনা এবিষয়ে কোনও প্রভাব ফেলবে না ।

২৮. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, যেহেতু রেকর্ডে দরখাস্তকারীরা জাল স্বাক্ষর তৈরি করেছেন তা দেখানোর মতো কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, তাই অধস্তন আদালতগুলি সরকারী স্মারকপত্র জাল করার জন্য দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারার অধীনে ভুলভাবে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে।

২৯. এটা সত্য যে, কে জাল স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরি করেছে তা পিডব্লিউগণ বলতে পারেনি। পিডব্লিউদের সাক্ষ্যের বিষয় উল্লেখ করে অধস্তন আপীল আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, "এজহারে বর্নিত চিঠিটি কাহার মাধ্যমে জাল এবং জাল চিঠি কিভাবে ডিসপ্যাচে আসিয়াছে ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না মর্মে তাহারা জেরায় বলিয়াছেন।" তা যাই হোক না কেন, রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি এটি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে যে, তারাপুর টি এস্টেট একটি দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল; আবেদনকারীরা এটি দখল করার আগে এটি দেবতার শেবাইত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল; তারা চা বাগানের বিষয়ে ৯৯ বছরের দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দলিল করে। তারপর তারা সেখানে একটি মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট এবং একটি সুপার মার্কেট প্রতিষ্ঠা করে চা বাগানের ক্ষতি করে এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটি দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে চা বাগানের একটি অংশকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। ১৪.০৮.২০০৫ তারিখের সরকারি স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) সংক্রান্ত জালিয়াতি ধরা না পড়লে, চা বাগানটি আবেদনকারীদের নামে নামজারী করা হতো। অতএব, আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহে জালিয়াতির সুবিধাভোগী। ডিডব্লিউ নং ১ এবং ২ হল আবেদনকারী নং ২ রাগীব আলীর মালিকানাধীন মালনীছড়া চা বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক। তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, আবেদনকারীরা ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। বর্তমান মামলায়, রাষ্ট্রপক্ষ যদিও এটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আবেদনকারীরা জাল সরকারী স্মারকপত্র তৈরি করেছে, তথাপি ঘটনা এবং পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, তারা মিথ্যা স্মারকপত্র তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন। এমতাবস্থায়, জাল সরকারী স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরির অপরাধে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা থেকে বিরত রাখার মত কিছুই আইনে নেই। তাই, দণ্ডবিধির ১০৯ সহ ৪৬৬ ধারা অধীনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত, কেবল ৪৬৬ ধারার অধীনে নয়। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে সহায়তা করার অভিযোগ আনা হয়নি। Cr.PC-এর ২৩৭ এবং ২৩৮ ধারার বিধান এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম যে, কোনও অভিযুক্তকে কোনও নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগের অনুপস্থিতিতে ঐ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। ২৩৭ ধারায় অধীনে একজন অভিযুক্তকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যদিও এটির বিষয়ে কোন অভিযোগ করা হয়নি যে, যদি সাক্ষ্য প্রমাণ এমন হয় যে অভিযোগটি করা যেতে পারত। তদনুসারে, এই আদালত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আবেদনকারীরা জাল সরকারী স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরির অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী।

৩০. এখন, আমি জাল স্মারকপত্র আসল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়ে আসি। পিডব্লিউ নং ২, ৩, ৫, ৭ এবং ১০ এর সাক্ষ্যের উল্লেখ করে অধস্তন আপিল আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, পিডব্লিউরা এটি বলতে পারেন না যে, উল্লিখিত জাল স্মারকপত্রটি কীভাবে জেলা প্রশাসক, সিলেটের কার্যালয়ের ডিসপ্যাচ বিভাগে পৌঁছেছে বা কারা পাঠিয়েছে। (জাল চিঠি কিভাবে ডিসপ্যাচে আসিয়াছে ইহা কেহ বলিত পারেবন না মর্মে তাহারা জেরা করিয়াছেন। এহাজারবর্ণিত জাল চিঠি কে, কিভাবে উক্ত দপ্তর পৌছাইয়া দিয়েছেন ইহা জেরা কালে এই সাক্ষীরা সুনির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই)। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য পেশ করেন যে, এই পর্যবেক্ষণগুলি করার পরে এবং আইনি প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখিয়ে অধস্তন আপিল আদালত দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে আইন লঙ্ঘন করেছে। অপরদিকে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, আবেদনকারীরা ২০০৫ সালের রিট পিটিশন নং ৯০০৮-এ জাল স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) সংযুক্তি-সি হিসাবে ব্যবহার করেছেন যা ২০০৯ সালের ১৬৩ নং দেওয়ানী আপীলে (২৪ BLT (AD) ৩৪০ এ রিপোর্ট করা হয়েছে) আপিল বিভাগের দেওয়া রায় থেকে স্পষ্ট। তর্কিত স্মারকপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে,

> *"এই চিঠি জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে রিট আবেদনকারীরা দাবি করেন, মন্ত্রণালয় এ চিঠি দিয়েছে। এটি একটি তর্কিত ঘটনার প্রশ্ন হওয়ায় রিটের এখতিয়ারে সংক্ষিপ্তভাবে এর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না"* ।

৩১. জাল নথি জেনেও আসল নথি হিসাবে ব্যবহার করা দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারার অধীনে অপরাধ। ৪৭১ ধারা যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে একটি জাল দলিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এই ধারার অধীন অপরাধ হওয়ার করার জন্য এটি প্রমান করাই যথেষ্ঠ যে, দলিলটি অসাধু বা জালিয়াতির মাধ্যমে এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে এটি শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হতে পারে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি একটি জাল নথি ফাইল করেন, তাকে ৪৭১ ধারার আওতায় আনার জন্য, এটিই যথেষ্ট যে, তিনি উক্ত নথিটিকে জাল নথি বলে জানেন বা বিশ্বাস করার কারণ আছে (***রামাবতার মিসির বনাম রাজীন্দ্র সিং***, (১৯৬১) ২ CrLJ ১৩৯)। আসামি-আবেদনকারীরা জাল স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) তৈরিতে প্ররোচনা দিয়েছিল। তারা রিট পিটিশনে উল্লিখিত জাল স্মারকপত্র অসাধুভাবে ব্যবহার করেছে। অতএব, তারা দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারায় অপরাধের জন্য দোষী।

৩২. এই মুহূর্তে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অকপটে বক্তব্য পেশ করেন যে, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এবং অধস্তন আদালতের মতামত অনুসারে ঘটনাটি দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার বিধানকে আকর্ষণ করে না এবং এই কারণে দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারার (প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি) অধীনে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত টিকবে না। আমি তার বক্তব্যে যুক্তি খুঁজে পাই। অতএব, আবেদনকারীদের দণ্ডবিধির ৪২০ এবং ৪৬৮ অধীনে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হল।

৩৩. এই ক্ষেত্রে, দুর্ভাগ্যবশত রাষ্ট্রপক্ষ প্রকৃতপক্ষে জাল সরকারী স্মারকপত্র (প্রদর্শনী-৪) কে তৈরি করেছে এবং অন্য কারা এই জালিয়াতির সাথে জড়িত ছিল তা উদঘাটনের কোন চেষ্টা করেনি। বিচারিক আদালত যথাযথভাবে এই পর্যবেক্ষণ করেছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা এবং অন্যরা জালিয়াতির পুরো প্রক্রিয়াটিতে আবেদনকারীদের সহায়তা করেছিল। সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কারা এই জাল স্মারকপত্র পাঠিয়েছে তা জানতেও ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। এ ব্যাপারে পুলিশের তদন্ত ছিল অসম্পূর্ন। তদন্তকারী সংস্থা জালিয়াতি এবং জাল স্মারকপত্রের সাথে সম্পাদিত লেনদেনের সাথে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের খুঁজে বের করতে বা সনাক্ত করার জন্য কোনও ধরনের বাস্তব বা কার্যকর প্রচেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং মামলার উপস্থিত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমার দৃষ্টিতে, দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা সহ ৪৬৬ ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধের জন্য ০২ বছর ০৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি। ৪৭১ ধারায় অপরাধের জন্য ০১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বহাল থাকবে। জরিমানার সাজা বহাল থাকবে।

৩৪. তদনুসারে, এই আদালতের আদেশগুলি নিম্নরূপ:

দণ্ডবিধির ধারা ৪৬৬ এর অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা প্রদানের আদেশে পরিবর্তন আনা হয়েছে। দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা সহ ৪৬৬ ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হল এবং তাদের ০২ বছর ০৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০,০০০/- জরিমানে করা হল, যা অনাদায়ে তাদের আরও ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা হল এবং সাজা প্রদানের আদেশ বহাল থাকবে, তবে উভয় সাজা একই সাথে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হল।

৩৫. আবেদনকারীদের দণ্ডবিধির ৪২০ এবং ৪৬৮ ধারার অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হল। দোষী-আবেদনকারীদের কারাদণ্ডের অবশিষ্ট অংশ পূরণ করতে এই রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে ০১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হল, এতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আদালত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন।

৩৬. ফলস্বরূপ, রুলটি দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজার আদেশ পরিবর্তন করে এবং উপরে দেওয়া নির্দেশাবলী প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হল।

৩৭. অধস্তন আদালতের রেকর্ড (LCR) অতি সত্বর ফেরত পাঠানো হোক। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আদালতকে রায় এবং আদেশের বিষয়ে অবহিত করা হোক।


## দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।